চিত্রকল্প নিবেদিত

কোমল গান্ধার

জনতা পরিবেশিত

31MAR 61

চিত্রকল্প-এর দ্বিতীয় নিবেদন

"কোমল গান্ধার"

রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনা :

শ্রীঋত্বিক কুমার ঘটক

সঙ্গীত পরিচালনা :

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

চিত্রগ্রহণ : দিলীপ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ :
বহির্দৃশ্য : মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
সুজিত সরকার
অন্তর্দৃশ্য : দেবেশ ঘোষ
শিল্পনির্দেশ : রবি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : রমেশ যোশী
প্রধান কর্মসচিব : পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়
সহযোগী প্রযোজক : অজিত লাহিড়ী
ব্যবস্থাপনা : শৈলেন ঘোষ
দৃশ্যসজ্জা নির্ম্মাণ : সুবোধ দাস
কার্য্যালয়-অধ্যক্ষ : রাখালচন্দ্র কুড়ি
নেপথ্য শব্দধারণ : জ্যোতিপ্রসাদ চট্টো:
রূপসজ্জা : বসির আমেদ

আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
গীত-রচনায় : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী. বিজন ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।
লোকসংগীত-সংগ্রাহক : শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস, শ্রীরণেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী
স্বরোদ-বাদন : ওস্তাদ বাহাদুর খান
সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুণর্লিখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
প্রচার-পরিচালনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
পরিচয়-লিপি : নিতাই বোস
স্থির-চিত্র : ষ্টুডিও রেনেসাঁ
প্রচার কার্য্যে : নির-আর্ট, এস্, স্কোয়ার
মঞ্চে আলোক-সম্পাত : সুখময় দাশগুপ্ত

অঙ্গসজ্জা পরিবেশক : ডি, আর, মেকআপ ইণ্ডাষ্ট্রীজ

নেপথ্য কণ্ঠে : দেবব্রত বিশ্বাস (এ্যাঃ), হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, বিজন ভট্টাচার্য্য, মন্টু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রত্না সরকার. শ্রীজাতা চক্রবর্ত্তী, চিত্রা মণ্ডল, রণেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী।

"আকাশ ভরা সূর্য্য তারা" "আজ জ্যোৎস্না রাতে" এবং "এই তো ভাল লেগেছিল" এই রবীন্দ্র সংগীত তিনটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ব্যবহৃত।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

রাম সেন, পল চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী সুকান্ত ভটাচার্য্য, মাণিক সেন, সুশোভন রায়, সুরমা ঘটক, প্রতাপ অগ্রবাল, মুকুল মুখোপাধ্যায় (কার্শিয়াং), লুমস্ এণ্ড ক্র্যাফটস্, নিউ এম্পায়ার থিয়েটার, ভকত ভাই, আমার কুটীর (বোলপুর), বেঙ্গল মোশান পিক্চার্স এম্প্লয়ীজ ইউনিয়ন, বংগীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, গার্ডেন টেক্সটাইল ওয়াকার্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, কোকা-কোলা, কারেন্ট বুক্ এজেন্সী (হিন্দুস্থান মার্ট) এবং লালগোলার মাঝিরা।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : পুষ্প সেন
সংগীতে : মন্টু ঘোষ
চিত্রগ্রহণে : গৌর কর্মকার, কেষ্ট চক্রবর্তী
পূর্ণেন্দু বসু, অগ্নু চৌধুরী
শব্দগ্রহণে :
বহির্দৃশ্যে : কালীচরণ দাস, মহাদেব দাস
অন্তর্দৃশ্যে : রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা
শিল্পনির্দ্দেশ : সুরেশ চন্দ্র
দৃশ্যসজ্জা-নির্মাণ : ছেদীলাল শর্মা
বজু মহান্তি
সম্পাদনায় : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : পতিত দাস
কার্য্যালয়-অধ্যক্ষ : নীহার নাগ
নেপথ্য শব্দধারণে : ভোলানাথ সরকার,
এডেল্ মুল্লান্. পাঁচুগোপাল ঘোষ।
রূপসজ্জায় : মনতোষ রায়

আলোক-সম্পাতে : ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ।

অন্তর্দৃশ্য টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥

জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

॥ ভূমিকায় ॥

সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অনিল চট্টোপাধ্যায়

সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥ চিত্রা মণ্ডল ॥ গীতা দে ॥ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ॥ বিজন ভট্টাচার্য্য মন্টু ঘোষ ॥ দ্বিজু ভাওয়াল ॥ সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় ॥ নির্মল ঘোষ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ) ॥ তিলোত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেবী নিয়োগী ॥ মহম্মদ ইস্রাইল কেতকী দেবী ॥ মনি শ্রীমানী ॥ সুনীল ভট্টাচার্য্য ॥ নৃপেন লাহিড়ী ॥ সুনীত মুখোপাধ্যায় সুমিতা দাশগুপ্তা ॥ নারায়ণ ধর ॥ দেবব্রত বিশ্বাস (এ্যাঃ) এবং আরও অনেকে ॥

কাহিনী

নাচ-গান-নাটক কেউ করে আনন্দের জন্যে, কেউ এ-পথে আসে উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়, বাঙলা দেশ যখন দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন, মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই—ঠিক সেই সময় ভৃগু যে দলটি গড়ল তার উদ্দেশ্যটি মহৎ। অত্যন্ত কোমল স্বভাবের এই ছেলেটি হঠাৎ একদিন রুক্ষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ভৃগুর মনকেও কাঁদিয়েছিল।

ভৃগু কটুভাষী। অত্যন্ত রুক্ষ এবং অসহিষ্ণু। তা না হ'লে অনুসূয়ার মত স্নিগ্ধ কোমল স্বভাবের মেয়ে প্রথম সাক্ষাতেই অপমানিত হত না তার কাছে। এবং সে রকম সম্ভাবনার কথা জানা থাকলে, এই বিরাট নাট্যোৎসবে অনুসূয়া আসত না ভৃগুর দলকে সাহায্য করতে। কিন্তু অনুসূয়া এই অপমানকে গায়ে মাখবার অবকাশ পেল না। অন্য দলের মেয়ে হয়েও, সে যখন দেখল, এই দলটির উদ্দেশ্য মহৎ; এদের নির্বাচন, অভিনয় সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র, অনুসূয়া তখন অভিভূত না হয়ে পারে নি। ভৃগুর প্রতি তার দুর্বলতা সম্ভবত এখানেই প্রথম সে আবিষ্কার করল।

ভৃগু এবং অনুসূয়ার মন কেমন করে যেন একটি বিন্দুতে মিলেছিল। তাই একই উদ্দেশ্যের ভিন্ন দু'টি দল একদিন এক হল। সুরু হল যুগ্ম প্রযোজনা। মহলা সুরু হল 'শকুন্তলা' নাটকের। দু'দলের এই শুভ মিলনের মধ্যে যে বিষ-কাঁটাটি থাকল, তার নাম শান্তা। শান্তা অনুসূয়াদের দলের মেয়ে। মক্ষিরাণী। দলের লোকেরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখলেও শান্তা দেখল না। অনুসূয়ার প্রতি ভৃগুর দুর্বলতাকে সে সহজভাবে গ্রহণ করল না! মঞ্চের নাটক থেকে জীবনের নাট্যের সূত্রপাত এইখানে।

মঞ্চাভিনয়ের যবনিকা উঠল লালগোলায়। যেখানে পূর্ব আর পশ্চিম-বাংলার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা। দুই দেশের সীমানায় দাঁড়িয়ে জীবনের রুক্ষতার মধ্যেও একটি কোমল সুরের স্বাদ পেল ভৃগু। অনুসূয়া অনুভব করতে পারল ভৃগু বড় একা। জীবনে অনেক আঘাত, অভাব এবং দুঃখ ভৃগুকে আপাত রুক্ষ করলেও তার মনের ফল্গুধারাটি অনুসূয়া আবিষ্কার করতে পেরেছিল। নিজের ব্যথা এবং একাকীত্বকে পাশাপাশি রাখতে পেরে তাই অনুসূয়া কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। বিব্রত বোধ করেছিল ভৃগু।

লালগোলার সুখস্মৃতি যে ক্ষীণায়ু, কলকাতায় ফিরে সে-কথা জানল ভৃগু। জানল, অনুসূয়া বাগদত্তা। তার ভাবী স্বামী এখন বিদেশে, ফেরার সময় হয়ে এল তার।

জীবনের এ এক বিচিত্র অধ্যায়। ভৃগু অনুসূয়াকে চায় অনুসূয়ার চাওয়া তার চেয়েও তীব্র। সে ভৃগুকে একান্ত কাছে পেতে চায়, বলতে চায় কিছু··· কিন্তু কী, কী বলবে অনুসূয়া? ভৃগু বুঝতে পারে, তার মনের নতুন আয়নাটি কোথায় যেন চিড় খেয়েছে। কোথায়? অনুসূয়া তার মনের অতলে ডুব দিয়ে জানতে চায় কেন ভৃগু আমার এত প্রিয়, কী করে আমার সমস্ত মন জয় করে নিয়েছে? এমনি প্রশ্নে দু'টি মন যখন বিভোর, বিপদ দেখা দিল তখনই। শান্তা তার ঈর্ষা, ক্ষোভ এবং পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল। যুগ্ম প্রযোজনা শুধু ব্যর্থই হল না, অপযশের কালিমায় কলঙ্কিত ভৃগু বিদ্রূপের পাত্র হয়ে দাঁড়াল। সবাইকে হারিয়ে সে তখন একাকী। দল ভেঙে গেছে।

পরাজয়ের বোঝা আর তীব্র গ্লানি নিয়ে ভৃগু যখন পুড়ে মরছে, একদিন রাত্রে সে দেখল, অনুসূয়া এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। আর কেউ না থাক, অনুসূয়া থাকবে। সে যোগ দেবে ভৃগুর দলে।

এবার নতুন উদ্যম. নতুন আয়োজন। বীরভূমের এক গ্রামে এসেছে ভৃগুর দল। অভিনয় হচ্ছে। তখন আর একটি কাণ্ড ঘটল। শিবনাথ প্রেম নিবেদন করল জয়াকে। কিন্তু জয়া? না, জয়া জানাল, সে অক্ষম। তার ভালবাসার মানুষ আছে, যার কাছে তার মন বাঁধা। কিন্তু কে, কে সেই মানুষ? শিবনাথ ভাবল, তবে কি ভৃগু?

ভৃগু কিন্তু এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাল না। সে তখন অন্য একটি প্রশ্নে বিভোর! অনুসূয়া তার সমস্ত ইতিহাসটি বলেছে। বলেছে, তার ভাবী স্বামী সমরের কথা। যে এখন বিদেশে। অনুসূয়া ভালবাসে সমরকে। সমর তার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে ব্যস্ত। কিন্তু অনুসূয়া? অনুসূয়া সমরকে চিঠি লেখে, ফিরে এসো, শিগগীর। সমর লিখেছে, ফিরতে তার অনেক বিলম্ব। সমর চায়, আরও পাঁচ বছর সময়। এ সময়টিও সে পড়াশুনার জন্যে ব্যয় করবে। আরও লিখেছে সমর, প্রতীক্ষা এবং ধৈর্যের সীমা যদি হারিয়ে থাক তো, পাশপোর্ট করে চলে এসো। কিন্তু অনুসূয়া কি যাবে? কেমন করে সে যাবে, তার কাজ, তার দেশ এবং আত্মীয় পরিজনকে ফেলে? অনুসূয়া ভৃগুর পরামর্শ চাইল।

কিন্তু মন যেখানে কঠিন বাঁধনে বাঁধা তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভবত সহজ নয়। অনুসূয়া আবার ফিরে এল। নতুন উদ্যম নিয়ে আবার গড়ে উঠল দল। অভিনয়ের জন্য নাটক পর্যন্ত তৈরী, ঠিক তখনই এল সমরের চিঠি। সাত দিন সময় দিয়েছে সমর। অনুসূয়াকে সে পত্রপাঠ যেতে লিখেছে। অনুসূয়া যাবে। যাবেই।

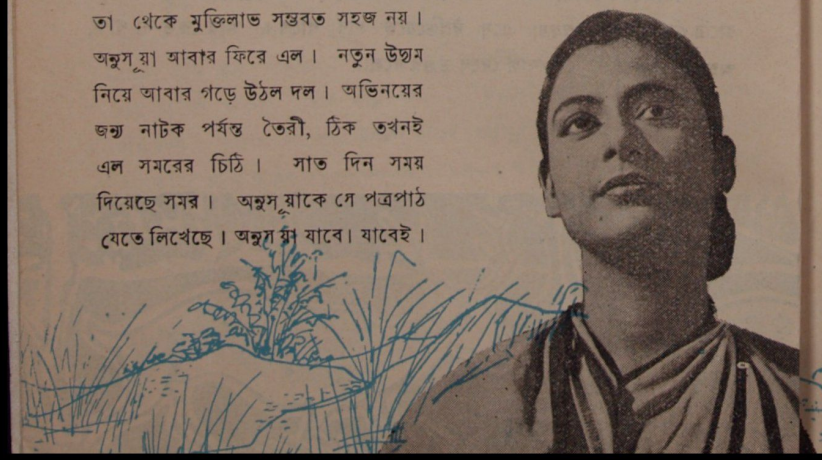

যদিও সাতদিন পার হবার পর সে ভৃগুকে তার সমস্যার কথা জানিয়েছে, তবু আজ সে লিখে দেবে, সে রওনা হচ্ছে।

পরদিন বজ্‌বজে তাদের অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন তৈরী। মাঝে একটি রাত্রির মাত্র ব্যবধান। ভৃগু এই চরম সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে উত্তেজনা চাপতে পারল না। সে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করল, সমরকে জড়িয়ে সে তিরস্কার করল অনুসূয়াকে। অপমানিত লাঞ্ছিত অনুসূয়া নত মুখে দল ছেড়ে চলল। সে ভাবল, ভৃগুকে কোনদিন আর ক্ষমা করতে পারবে না সে।

মনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অপ্রকৃতিস্থের মত বাড়ি ফিরল অনুসূয়া। সামনে দাদা। দাদাকে দেখে অনুসূয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল। কারণ সে বুঝতে পেরেছে, তার মনের আসনটি আর সমরের জন্য শূন্য নেই; সেখানে ভৃগুর অধিকার অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেমন করে সে আবার ফিরে যাবে, দাঁড়াবে ভৃগুর সামনে?

দাদা বললেন, সমর এসেছে। চিঠির জবাবের প্রতিক্ষায় থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমর না এসে পারে নি।

"সে কোথায়?"

'ওপরে।' দাদা বললো, অনুসূয়ার জন্যই সে অপেক্ষা করছে।

অনুসূয়ার মনে হল, ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া এই সিঁড়িটি কি সে ডিঙোতে পারবে? এত উঁচু সিঁড়ি? .....

"গান"

(১)

হেঁইও হো হেঁইও হো—
ঝড়ে ভাঙ্গা ঘর কত বলিষ্ঠ বাহু ওঠাবে
প্রাণের দেউলে কত বধূরা প্রদীপ জ্বালাবে
ময়ূর পঙ্খী ভাঙ্গা জোড়া দেয় মাঝি
সারাদিন রাত
হাতুড়ি ও বাটালির শব্দে মুখর
এ নদী প্রান্তর
সারি সারি নৌকা
বেজেছে কি ছাড়িবার ডঙ্কা
মজবুত হ'য়ে গেছে হাল
তালি দিয়ে তোলে ঊর্দ্ধে
রৌদ্রোজ্জ্বল রাঙ্গা পাল,
বদর বদর·····

কথা ও সুর : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(২)

এসো মুক্ত কর মুক্ত কর
অন্ধকারের এই দ্বার
এসো শিল্পী এসো বিশ্বকর্ম্মা এসো স্রষ্টা
রস-রূপ-মন্ত্র স্রষ্টা
ছিন্ন করো ছিন্ন করো বন্ধনের এ অন্ধকার

কথা ও সুর : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(৩)

মিস্তিরি বানাইছে পিঁড়ি
চার কোণা তুলিয়া
বাহ্মণে চিত্রাইছে পিঁড়ি
মধ্যে সোনা দিয়া
আইজ হইবে সীতার বিয়া,
বাইরাও গো বাইরাও গো কন্যা
কপাট ছাড়িয়া
রাজহংসের দুইটি ফইরা
দুই হাতে করিয়া
আইজ হইব সীতার বিয়া।

(সংগ্রহ)

(৪)

আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর
কলাতলায় বিয়া
আইলেন গো সোন্দরীর জামাই
মটুক মাথায় দিয়া।

(সংগ্রহ)

(৫)

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা রে—
মাঝে জাগনার চর,
তারি প'রে ব'সে আছেন
শিব সদাগর ॥

কথা ও সুর : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(৬)

প্রাণবন্ধু কই গো বল গো আমারে
আমার কৃষ্ণ সেবায় দেহ দিতাম কারে গো
বল গো আমারে।
মনে লয় যোগিণী হইতাম
কর্ণের কুণ্ডল খসাইতাম গো
এগো চলে যাইতাম দেশ দেশান্তরে গো
বল গো আমারে।

(সংগ্রহ)

(৭)

আকাশভরা সূর্য্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে, তাই জাগে, জাগে আমার গান ॥
অসীম কালে যে হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্ত ধারায়
লেগেছে তার টান
বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি
বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে
উঠেছে মন মেতে
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান
বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান
কান পেতেছি, সুর সেধেছি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।
বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান ॥

(রবীন্দ্র সঙ্গীত)

(৮)

(ভাই সব) ঘুরঘুট্টি আন্ধার রাতে
মন সরে না ভয়ে
পাও সরে না ডরে
নদীর বাঁকে হাসির খল্‌খল্—
বুঝলাম শ্যাষে আঁতে।
কালিকটের ঘাটে আর সুতানটীর বাঁকে
ভিড়লো তরী সওদাগরী বর্গীরা সব আসে
(ভাই সব) ঘুরঘুট্টি আন্ধার রাতে

কথা ও সুর : বিজন ভট্টাচার্য্য

(৯)

(হায় হায়) নিসুলো চেয়ে সামনের হাটে
গলার হাঁসুলি,
ডুরে শাড়ী পাছা পাইড়া
হার সাত-নরী।

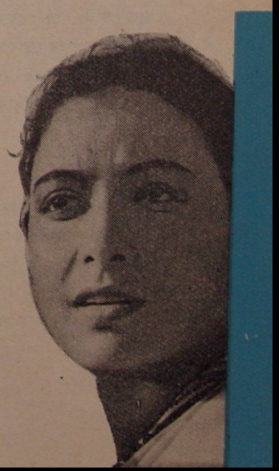

ক'নে দেখা আলো মেখে
আসবে বন্ধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি
কথা না ক'য়ে ॥
কথা ও সুর : বিজন ভট্টাচার্য্য

(১০)

ঐ বুঝি প্রভাতের প্রথম আলোর
চূড়া দেখে যায়
তবু দেখো যেতে হবে দূর
পথ হবে খুবই বন্ধুর
এখনো তো বাঁধনের বোঝা
ঝেড়ে ফেলে যেতে হবে দূর
ঐ বুঝি আলোকের প্রথম তোরণ চূড়া
দূরে দেখা যায় ॥
কথা ও সুর : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১১)

এই তো ভাল লেগেছিল
আলোর নাচন পাতায় পাতায়
শালের বনে খ্যাপা হাওয়ায়
এই তো আমার মনকে মাতায়
রাঙ্গা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে
ছোট মেয়ে ধুলায় ব'সে
খেলার ডালি একলা সাজায়
সামনে চেয়ে এই যা দেখি
চোখে আমার বীণা বাজায় ॥
আমার এ যে বাঁশের বাঁশী
মাঠের সুরে আমার সাধন
আমার মনকে বেঁধেছেরে
এই ধরণীর মাটির বাঁধন
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান ক'রেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া
নিয়েছি, মোর দু চোখ পুরে
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি
ওদের ক'চি গলার সুরে ॥
দূরে যাবার খেয়াল হ'লে
সবাই মোরে ঘিরে থামায়
গাঁয়ের আকাশ মোহনে ফুলের
হাতছানিতে ডাকে আমায়
ফুরায়নি ভাই কাছের সুধা
নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা
এই যে এ সব ছোটো খাটো
পাইনি এদের কুল-কিনারা
তুচ্ছ দিনের গানের পালা
আজও আমার হয়নি সারা।

লাগলো ভালো মন ভুলালো
এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই
দিনে রাতে সময় কোথা কাজের কথা
তাইতে এড়াই,
মজেছে মন, মজলো আঁখি
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি
ওদের আছে অনেক আশা ওরা
করুক অনেক জড়ো
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই
চাইনে হ'তে আরো বড় ॥
[রবীন্দ্র সঙ্গীত]

(১২)

আজ, জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে ব'নে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে
যাবোনা, যাবো না গো
যাবো না যে
রইনু প'ড়ে ঘরের মাঝে
এই নিরালায়, রব আপন কোণে
যাবোনা এই মাতাল সমীরণে।
আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে
আমারে যে জানতে হবে
কি জানি সে আসবে কবে
যদি আমায়, পড়ে তাহার মনে ॥
(রবীন্দ্র সঙ্গীত)

[১৩]

অবাক পৃথিবী অবাক ক'রলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভুমি
অবাক পৃথিবী, আমরা যে পরাধীন
অবাক কি দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন
অবাক পৃথিবী অবাক ক'রলে আরো
দেখি এই দেশে অন্ন নেই কো কারো
অবাক পৃথিবী অবাক যে বার বার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার
হিসাবের খাতা, যখনই নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত, রক্ত খরচ, রক্ত খরচ তাতে
এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।
অবাক পৃথিবী সেলাম,
সেলাম তোমাকে, সেলাম।
কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য্য
সুর : সলিল চৌধুরী

[১৪]

আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম
আমার ঠিকানা
বহু কাঁদলাম বহু হাসলাম
এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম
আমি বন্যার কাছে ঘুর্ণীর কাছে
রাখলাম নিশানা ॥
ওগো ঝরাপাতা যদি আবার কখনো ডাকো
সেই শ্যামল হারানো স্বপ্ন মনেতে রাখো,
আমি আবার কাঁদবো হাসবো
এই জীবন জোয়ারে ভাসবো
আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর কাছে
রাখলাম নিশানা ॥
কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী

বৈচিত্র্যের দাবী নিয়ে আস্‌ছে !

সুপ্রিয়া চৌধুরী
সৌমিত্র চ্যাটার্জী
অনিল চ্যাটার্জী
অভিনীত

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লি
প্রযোজিত ও পরিবেশিত

স্বরলিপি

পরিচালনা
অসিত সেন
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।